

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রবন্ধ

শরীরে জ্বীনের জীবন: সে কীভাবে প্রবেশ করে, কোথায় থাকে

জ্বীনের প্রবেশ, অবস্থান ও দুর্বল হওয়ার কারণ বোঝা



রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

Al Quranic Ruqyah Healing Center

পড়তে সময় লাগবে আনুমানিক ৬ মিনিট

শরীরে জ্বীন প্রবেশ করা নিয়ে অনেক ভুল ধারণা প্রচলিত। প্রকৃত ঘটনা বুঝলে ভয় কমে আর প্রতিকারের পথও স্পষ্ট হয় — কারণ সে যেভাবে ঢোকে, ঠিক সেভাবেই তাকে দুর্বল করে বের করে দেওয়া যায়।

জ্বীন কীভাবে প্রবেশ করে

জ্বীন সাধারণত কারণ ছাড়া শরীরে প্রবেশ করে না। জাদুকরের পাঠানো জাদু, তীব্র বদনজর, পুঞ্জীভূত হাসাদ, অথবা মানুষের দুর্বল মুহুর্তে (তীব্র রাগ বা ভয়ের সময়) — এসব নির্দিষ্ট দরজা দিয়েই সে প্রবেশ করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শয়তান মানুষের দেহে রক্তের ধারার মতো প্রবাহিত হয় (বুখারী ২০৩৯, মুসলিম ২১৭৫) — অর্থাৎ তার প্রভাব রক্ত ও স্নায়ুতন্ত্রের সাথে জড়িয়ে যায়, কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গে বসে থাকার মতো নয়।

শরীরে সে কোথায় থাকে

রাকীরা লক্ষ্য করেছেন, জ্বীন সাধারণত মাথায় অবস্থান করে চিন্তাভাবনা ও ওয়াসওয়াসা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, বুকো অবস্থান করে শ্বাসকষ্ট ও অস্থিরতা তৈরি করতে, আর পিঠ বা পেটে অবস্থান করে পুরো শরীরকে দুর্বল করে দিতে।

সূরা আন-নাস : ৪

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে,

সূরা আন-নাসের ওয়াসওয়াসা সৃষ্টিকারীর কথা — মাথায় তার প্রভাবের বর্ণনা।

সে কীসে শক্তিশালী হয়

শরীরের ভেতরে জ্বীন পুষ্টি পায় মানুষের করা গুনাহের মাধ্যমে। দৈনন্দিন জিকির ছেড়ে দেওয়া, অশ্লীল গান শোনা, ঝগড়া-বিবাদ ও অতিরিক্ত রাগ, আর জাদুর প্রভাব অব্যাহত থাকা — প্রতিটি কারণ তার জায়গা ও শক্তি বাড়িয়ে দেয়।

কুরআন পড়লে কেন কষ্ট পায়

যখন কুরআনের আয়াত পড়া হয়, বিশেষ করে জাদু ও জ্বীন সংক্রান্ত আয়াত, তখন সে প্রচণ্ড যন্ত্রণা পায় — কারণ সে একজন জালেম ও সীমালঙ্ঘনকারী, আর তার স্বভাব আল্লাহর পবিত্র বাণীকে সহ্য করতে পারে না।

সূরা আল-ইসরা : ৮২

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ

إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

কুরআন মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত, কিন্তু জালিমদের ক্ষতিই বাড়ায়।

কেন সহজে বের হতে চায় না

জাদুকরের শাস্তির ভয়, দীর্ঘদিন থাকার কারণে শরীরের প্রতি আসক্তি, আর রোগীর মানসিক-শারীরিক দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া — এই কারণগুলোই তাকে শরীরে টিকিয়ে রাখে। তবে মনে রাখা জরুরি, মুমিনের ওপর তার প্রকৃত কোনো কর্তৃত্ব নেই।

সূরা আল-হিজর : ৪২

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে।

আমার প্রকৃত বান্দাদের ওপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই — ইবলিসকে আল্লাহর জবাব।

তার পতন কখন শুরু হয়

শক্তিশালী ও নিয়মিত রুকইয়াহ, সকাল-সন্ধ্যার জিকির দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, গুনাহের দরজা বন্ধ করা, জাদু-বদনজর-হাসাদ থাকলে তা নষ্ট করার সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া, আর দৃঢ় ঈমান-একীন — এই সবকিছু একসাথে প্রয়োগ হলে তার পতন শুরু হয় এবং সে জায়গা ছাড়তে বাধ্য হয়।

সে একটি কারণে ঢোকে আর একটি কারণেই টিকে থাকে। প্রবেশ ও টিকে থাকার সব দরজা বন্ধ করে দিলে, আল্লাহর ইচ্ছায় তার আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। সে আপনার চেয়ে শক্তিশালী নয়, শুধু দুর্বলতার সুযোগ নেয়।

যেসব ভুল এড়িয়ে চলবেন

- শরীরে অস্বাভাবিক অনুভূতি হলেই নিশ্চিতভাবে জ্বীন ধরে নেবেন না — চিকিৎসা পরীক্ষা একই সাথে চালিয়ে যান।
- জ্বীনের সাথে কথোপকথনে জড়াবেন না, তার নাম-পরিচয় জিজ্ঞেস করবেন না বা তার কথা বিশ্বাস করবেন না — শুধু কুরআন পড়া, বাকিটা আল্লাহর কাজ।
- একা রুকইয়াহতে উন্নতি না হলে অভিজ্ঞ ও দ্বীনদার রাকীর সাহায্য নিন।

জ্বীন শরীরে নিজে থেকে ঢোকে না — নির্দিষ্ট দরজা দিয়েই ঢোকে, আর নির্দিষ্ট কারণেই টিকে থাকে। সেই দরজাগুলো বন্ধ করে দিলে, নিয়মিত জিকির ও রুকইয়াহ চালিয়ে গেলে, আল্লাহর ইচ্ছায় তার আর কোনো জায়গা থাকে না।

পুরো আয়াত সংকলনটি কোথায়: এই বিষয়ের সম্পূর্ণ আয়াতসেট — ২১ টি অংশ, প্রতিটির পাঠসংখ্যাসহ — আলাদা প্রোটোকল ডকুমেন্টে আছে: **শরীর থেকে জিন বের করা।**

সেবা ও হাদিয়া:

- মাসিক রুকইয়াহ — ১২টি সেশন + ডায়াগনোসিস। হাদিয়া **৮০০ টাকা।**
- সেলফ রুকইয়াহ গাইডলাইন — শুধু নিজের জন্য আলাদা গাইডলাইন। হাদিয়া **৩০০ টাকা।**

নিজের সমস্যা কী — বদনজর, হাসাদ, সিহর নাকি অন্য কিছু — বুঝতে না পারলে মেসেজে লিখুন **Diagnosis।**

রুকইয়াহ একটি শরয়ী চিকিৎসা পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বিকল্প নয়।

রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত ♦ Raqi Faisal Ahmed Sabit

আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার — Al Quranic Ruqyah Healing Center

Page: Raqi Faisal Ahmed Sabit | Telegram: Raqi Faisal Ahmed Sabit (Official)